১৫-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের নিজের দিব্য মিষ্টি চলন দ্বারা বাবাকে শো করতে হবে, সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে বর্সা প্রাপ্তির অধিকারী করতে হবে "

প্রশ্নঃ- যে বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হয়, তাদের লক্ষণগুলি কিরূপ হবে ?

উত্তরঃ- তারা অনেক মিষ্টি ও লাভলী হবে। তারা শ্রীমৎ অনুসারে এক্যুরেট চলবে। তারা কোনো কাজে অজুহাত দেখাবেনা। সর্বদা 'হ্যাঁ জি' বলবে। কখনো 'না' বলবেনা। যেখানে দেহ অভিমানীরা ভাবে এই কাজ করলে আমার সম্মান যাবে। দেহী অভিমানী সর্বদা বাবার আদেশ অনুসারে চলবে। বাবার পূর্ণ রূপে রিগার্ড রাখবে। কখনো ক্রোধের বশে বাবার অবজ্ঞা করবেনা। তাদের নিজের দেহের প্রতি কোনো মমত্ব থাকবেনা। শিববাবার স্মরণে থেকে নিজের ভাগ্যকে সমৃদ্ধ করবে, ভাগ্য খারাপ করবেনা ।

গান :- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম নহে যে কেহই.... ।

ওমশান্তি। এই বিশাল দুনিয়ায় ভারত হল বিশেষ এবং ইউরোপ হলো সাধারণ, কারণ ভারত তো প্রাচীন কিনা। এইসব তো বুঝতে পারো যে আসলে ভারতই ছিল। সর্ব ধর্মের লোকেরা জানে যে আমরা একে অপরের পর পর এসেছি, আমাদের পূর্বে ভারত-ই ছিল। এ তো বোঝার কথা কিনা। তোমরা জানো যে ভারত হলো প্রাচীন। সেসময় ভারত ধনসম্পদ বহুল ছিল, নাম ছিল স্বর্গ। এইসময় কোনো মানুষ বাবাকে জানেনা শুধুমাত্র তোমরা ছাড়া। তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। তো প্রত্যেকে নিজেই বুঝতে পার যে বেহদের বাবার পরিচয় কারোর জানা নেই। ভক্তি করে, আহবান করে। কিন্তু বাবার বায়োগ্রাফি কেউ জানেনা। গায়ন আছে ফাদার শো'জ সান, সান শো'জ ফাদার। এখন তোমাদেরই বাবাকে শো' করতে হবে। ফাদার নিজের শো' করতে পারেন না। ফাদার তো বাইরে যাবেন না । তোমাদেরই বাবার পরিচয় দিতে হবে। এটিও বোঝো যে বেহদের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ওঁনাকে জানলে আশ্চর্য হবে যে ভগবানের সন্তান হয়ে দুঃখে, আয়রন এইজে কেন আছে ? এই প্রশ্নটিও তোমরা জিজ্ঞাসা করবে। প্রথম প্রশ্নটিই করবে যে তোমাদের পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ ? যে এই প্রশ্ন করবে উত্তরও নিশ্চয়ই তার জানা আছে! উত্তর জানা না থাকলে তো জিজ্ঞাসা করবে না ! তোমরা একথা জিজ্ঞাসা করতে পারো। সাধারণ ভাবে তো সবাই বলে যে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। কিন্তু সর্বব্যাপীর তো কোনো অর্থই নেই। দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা বলা হয়ে থাকে । দুঃখ নিবারণকারী , সুখ প্রদাতা তো একজন কেউ চাই তাইনা। তোমরা সামান্য টাচ করলেই (বোঝা এই) বুঝবে যে সত্যযুগে সুখই সুখ ছিল। এখন তো দুঃখই দুঃখ । সুতরাং সকলের দুঃখ বাবা মিটিয়েছেন নিশ্চয়ই। এই কথাটি খুবই সহজ। তোমরা বুঝতে পারো আমরা পারলৌকিক মাতা পিতার সন্তান হয়েছি। এই জ্ঞানের কথা এখানেই চলে, সত্যযুগে চলেনা। সেখানে না জ্ঞান আছে , না অজ্ঞানতা আছে। জ্ঞানদাতা সেখানে কেউ নেই। জ্ঞান দ্বারা তো প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন জ্ঞান দ্বারা প্রালব্ধ প্রাপ্ত করো নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। দেহী-অভিমানী হওয়া পরিশ্রমের কাজ। শিববাবার সেবায় যে তৎপর থাকবে সেই দেহী অভিমানী হতে পারবে। দেহ অভিমান এলে রুহানী সৌরভ নষ্ট হয়ে যায়। তাদের চলন দ্বারাই বোঝা যায় তারা হল দেহ অভিমানী । দেহী অভিমানীরা খুব মিষ্টি লাভলী হয়। আমরা হলাম এক পিতার সন্তান

ভাই ভাই । নিজেদের মধ্যে ভাই বোনের সম্পর্ক রয়েছে। দুজনেই শ্রীমৎ অনুসারে এক্যুরেট চলে। এমন নয় একজন চলে আর অন্য জন অজুহাত দেখিয়ে বসে থাকবে। শ্রীমৎ অনুসারে না চললে বাবা কখনোই নিজের সন্তান বলে সম্বোধন করবেন না। বাইরে যতই বাচ্চা বলবেন কিন্তু অন্তরে জানবেন যে এই বাচ্চাটি আজ্ঞাকারী নয় , তারা কি পদ পাবে ! বাপদাদা দুটোই বোঝেন। শ্রীমৎ অনুসারে চলেনা। দেহ অভিমানের দরুন শ্রীমৎ অনুসারে চলেনা। দেহী অভিমানী মিষ্টি হবে। এই অসুরি দুনিয়া কত কটু। মাতা পিতা ভাই বোন সবাই কটু। এখানেও যারা দেহ অভিমানী হয় তারা কটু হয়। এখন তোমরা তো দেহী অভিমানী হচ্ছো। কেউ তো তমোপ্রধান থেকে তম-তে পরিণত হয়েছে কেবল প্রধানতা দূর হয়েছে। কেউ রজ-তে পৌঁছেছে। সতো-তে কেউ কেউ প্রবেশ করেছে । এমন নয় ধীরে ধীরে আসবে। কত দিন ধীরে ধীরে চলবে ! দেহী অভিমানীর কখনো দেহের অভিমান থাকবেনা যে এই কাজটি আমি কেন করবো, এইসব করলে সম্মান যাবে। তোমরা পাকিস্তানে ছিলে তো বাবা বাচ্চাদের শেখানোর জন্য সব কাজ করতেন - যাতে দেহ অভিমান না থাকে। দেহ অভিমানী হলেই সর্বনাশ হয়। বাইরে যারা প্রজা পদ পাবে, তাদের চেয়েও নীচে পতন হয়। প্রজাতে যারা ধনী হবে তারাও চাকর বাকর পাবে। এরা তো আরোই সেখানে গিয়ে চাকর বাকর হয়ে যায়। এর চেয়ে ঐ সাহুকার অর্থাৎ ধনী হওয়াও ভালো । বুদ্ধি দ্বারা কাজ করতে হয় । সুতরাং বোঝা যায় যারা বাবার সন্তান হয় না, বাবার সাহায্যকারী হয়, তারাও সমৃদ্ধ ধনী হয়। তাদের চাকরি ইত্যাদি করার দরকার হয়না। এখানে তো চাকরি করতে হয়। ভবিষ্যতে গিয়ে রাজ্য ভাগ্য (মুকুটের) প্রাপ্তি হবে। দণ্ড ভোগ দুই পক্ষই ক'রে ! এই সব কথা জ্ঞানী আত্মারাই বুঝতে পারে। অজ্ঞানীরা দেহ অভিমানী হয়। তাদের চলন ঐরকম হয়। বুঝতে পারা যায় তারা কোনো কাজের নয়। এখানে বাচ্চাদের শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হয়। নাহলে মায়া বশ করে নেয়। অবিলম্বে দেহ অভিমান জাগ্রত হয়ে যায়। দেহ অভিমান শেষ করে দেহী অভিমানী হওয়াতেই সব পরিশ্রম । এখানে যারা থাকে তাদের তো তবুও ব্রাহ্মণদের সঙ্গ রয়েছে। বাইরের দুনিয়া তো খুবই খারাপ। জ্ঞানে থাকতে হলে সঙ্গ এমন হওয়া উচিত যেন ফার্স্ট ক্লাস ; যাতে রুহানী রং পুরো লেগে যায়। দেহ অভিমানীদের সঙ্গ লাগলে সবকিছু একেবারে মাটি হয়ে যায়। তখন আজ্ঞা অনুযায়ী চলেনা। বাবা বলেন যদি আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করো, আমি বলবো তোমরা তো হলে আজ্ঞাকারী সন্তান । নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে অনেকেই ভালো রয়েছে যারা অন্যদের মনে আনন্দ দেয়। দুনিয়াতে তো বড়োই দুঃখ কষ্ট রয়েছে। খুন মারামারি অনেক আছে, তবেই তো কাঁটার জঙ্গল বলা হয়। তোমরা এর থেকে দূরে সরে এসেছ। এখন তোমরা রয়েছ সঙ্গমে। বুদ্ধিতে আছে আমরা গৃহস্থে থেকে সঙ্গমে আছি। এখন আমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হই । কাঁটা থেকে পল্লবিত হচ্ছি। আমরা ঐ জঙ্গলের মানুষদের চেয়ে আলাদা, আমরা হলাম রিলিজিয়াস (ধার্মিক) । দুনিয়াতে রিলিজিয়াস শুধু তোমরাই, তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। যারা বাবার পরিচয় জানেনা তারা ইরিলিজিয়াস। এই সময় সবাই ইরিলিজিয়াস। বিশেষ করে ভারত। বলে আমরা ধর্ম জানিনা তবে তো অধর্মী হল তাইনা ! ধর্মী ও অধর্মী। পাণ্ডব ও কৌরব । পাণ্ডবদের কোনো স্থূল যুদ্ধ নেই। আমাদের তো মায়ার সঙ্গে গুপ্ত যুদ্ধ হয়, যা কেউ জানেনা। আমরা যদি বাবাকে স্মরণ না করি মায়ার থাপ্পর লেগে যাবে, তুফান আসবে। বাবা বলেন এখন তোমাদের মুখটি রয়েছে ঐ দিকে অর্থাৎ স্বর্গের দিকে আর পা দুটি রয়েছে এই দিকে। সর্বদা নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করা উচিত। গৃহস্থে তো থাকতে হবে। বাবা বলেন নির্বন্ধন থাকার চেয়ে গৃহস্থীদের অবস্থা বেশী ভালো। সবাই তো একরকম হতে পারবেনা। নম্বর অনুসারে আছে। স্কুলে কেউ একরকম নম্বর নেয় কি! এও তো

হল বেহদের স্কুল । বাবা সব সেন্টারের বাচ্চাদের খেয়াল রাখেন, একেই বলে বিশালবুদ্ধি। বিশালবুদ্ধি তখনই হওয়া যাবে যখন বাবাকে স্মরণ করবে।

তোমরা এখন বিশালবুদ্ধি হয়েছ। তোমরা মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন এবং এই চক্রের পরিক্রমা-- ইত্যাদি সবই জানো, এই বুদ্ধিকেই বলা হয় বিশালবুদ্ধি বা বেহদের বুদ্ধি। মানুষের বুদ্ধি হল হদের বুদ্ধি অর্থাৎ সীমিত বুদ্ধি। সুতরাং বাচ্চাদের খুব মিষ্টি হতে হবে। যত মিষ্টি হবে, সম্পূর্ণ হবে সেসব ভবিষ্যতে অবিনাশী হয়ে যাবে। দেখা উচিত আমাদের ভিতরে দেহ অভিমান নেই তো ? যদি কোনো কাজে না বলা হয় তবে ধরা হয় দেহ অভিমান আছে। সত্যযুগে সবাই দেহী অভিমানী হয়। জ্ঞান থাকে যে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করতে হবে। এখন তো কত কান্নাকাটি হয়। দেহ অভিমান রয়েছে কিনা। দেহের প্রতি প্রেম অনেক বেশি।

এই দুনিয়া তোমাদের জন্যে নয়। অশরীরী এসেছিলে, অশরীরী হয়ে যেতে হবে। বেহদের পিতা বাচ্চাদের পড়ান, ওঁনার কত রিগার্ড রাখা উচিত। বানর কারো রিগার্ড রাখেনা। হাতি দেখেও চিৎকার ক'রে। সুতরাং যারা অন্তরে কটু হয় বাবা তাদের কি সুপুত্র বলবেন ? বলবেন এর চেয়ে যারা বাইরে থাকে তারাও ভালো। রিগার্ড তো রাখে। এইসবই হল ড্রামা। আজ ভালো চলছে, কাল মায়ার তুফান লেগে যায়। বুঝতে পারে না যে আমরা কোনো তুফানে আছি। বড় বড়দের তুফান লেগে যায় তাইনা। তবুও ড্রামা বলা হয়। শিববাবার কাছে বর্সা প্রাপ্তি হয়, এই কথাটি ভুলে গেলে সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে। সমৃদ্ধ হবে শিববাবার ভান্ডার থেকে। ওঁনাকে ভুললে সব খালি হয়ে যাবে। প্রজাতেও সাধারণ পদ প্রাপ্ত হবে। সাজা তো অনেক ভোগ করতে হবে। নিজে ছাড়ে অন্যদেরও সংশয় বুদ্ধি করে দেয়। বাবার দয়া হয়। কিন্তু মায়ার আঘাত সহ্য করতে পারেনা। ওস্তাদ শিক্ষা তো ভালোই দেন। অচল অটল থাকতে হবে। না থাকতে পারলে বাবা বোঝেন এখনো সিলভার যুগ পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অবাক লাগে । জ্ঞান পুরো না থাকার দরুন, শিববাবার সঙ্গে যোগ না থাকার দরুন পতন হয়। তুফান তো কত রকমের আসে। আরোহন অবরোহন তো হয়েই থাকে। পতন হলে পুনরায় উঠে দাঁড়ানো উচিত তাইনা। আমাদের কাজ হল শিববাবার সঙ্গে। যা কিছুই হোক না কেন আমাদের শিববাবার কাছে বর্সা নিতে হবে। মাম্মা বাবাও ওঁনার কাছেই বর্সা প্রাপ্ত করেন, শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। ওঁনার মুরলী শুনতে হবে। নাহলে যাবে কোথায়। হাট তো এই একটাই কিনা। এখানে না আসলে জীবন মুক্তির প্রাপ্তি অসম্ভব। বাবার সামনে তো আসতেই হবে তাইনা। হ্যাঁ, যদি কেউ বন্ধনযুক্ত বা বাঁধেলি আত্মা হয়, বাবার স্মরণে মরে যায় তাহলেও শ্রেষ্ঠ পদ লাভ হবে। এখানে যারা দেহ অভিমানে এসে অবজ্ঞা ক'রে , তাদের চেয়ে ভালো পদ পাবে কারণ বাবার স্মরণে দেহ ত্যাগ করেছে কিনা। সৌভাগ্যবান সে তাইনা। এই জ্ঞান মার্গে আর কোনো কষ্ট নেই । বড়ই সহজ। এখানে দেহী অভিমানী হতে হয়। দেহ অভিমানের মাত্রা প্রবল হয়। বাবা কিছু বলেন না শুধু দয়া হয় তাঁর । শিববাবার ভান্ডার দ্বারা শরীর নির্বাহ হয়। যজ্ঞের পালনা না করলে কিরূপ পদলাভ হবে ? এই যজ্ঞের পালনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করতে হয়। যেখানে সেন্টার স্থাপন হয় , সেটাই হলো শিববাবার যজ্ঞ। এই যজ্ঞের রচনা করতে কেবল ৩ পদ পৃথিবী (তিন বর্গফুট ভূমি) চাই । ব্যস। অনেক ক্ষেত্রে বয়স্করা নিজে বোঝাতে পারে না । ঠিক আছে কোনো বোন বা ভাইকে ডেকে নাও। একটি ছোট ঘরে বোর্ড লাগাও। বড়ই পুণ্যের কাজ । এখন হল কলিযুগ, বিনাশ সামনে প্রতীক্ষারত। বাবার থেকে স্বর্গের বর্সা নিশ্চয়ই নিতে হবে। স্বর্গের বর্সা প্রাপ্তই হয় সঙ্গমে , যখন পুরানো দুনিয়া শেষ হয় , নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়। সঙ্গমে বর্সা প্রাপ্ত হয় যেসব

ভবিষ্যতের জন্যে অবিনাশী হয়ে যায়। তোমরা অনেক কিছু বোঝাতে পারো। শুধু ৩ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন । ব্যস। একজন দুজনকে জ্ঞান দিয়ে বাবার আপন করলেও অসীম সৌভাগ্য। তোমরা একটাই মন্ত্র দাও - মন্মনাভব। শুধু বলো বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই অন্তিম সময়ে সদগতি লাভ হবে। বাবা স্বর্গের খাজানা প্রদান করেন। শোনা মাত্র বুদ্ধিতে ঢুকে যাবে। স্বর্গে প্রবেশ করার যোগ্য হয়ে যাবে। স্থান পাইয়ে দেওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা এতটাই সহজ করে বলেন। কাউকে সুখের রাস্তা বলে দাও। প্রজা তৈরি হলেও মন্দ নয়। নম্বর অনুযায়ী তৈরি হবে। ৩ পা রাখার মতো স্থান - কথাটি প্রসিদ্ধ, এর দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। প্রজাও বলবে আমরা বিশ্বের মালিক । এটিও (ঘর) হলো ৩ পায়ের পৃথিবী তাইনা ! শুরু হয়েছিল ৩ পায়ের পৃথিবী দিয়ে। একটি কুঠী ছিল ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। এমন অনেকে আসবে যাদের বাবা বলেন তোমরা এমন টাকা পয়সার কি করবে ? তোমাদের ভালো পরামর্শ দেওয়া হয় যে ৩ পায়ের পৃথিবী গ্রহণ করো। ১০-১৫ টি হাসপাতাল, কলেজ খোলো। নিজের গ্রামে ভাড়ায় ঘর নাও। এইসব নষ্ট হয়েই যাবে। তার চেয়ে এই খরচায় ১০-১৫ টি সেন্টার খোলো তো অনেকের কল্যাণ হবে। তোমরা অনেক ধনবান হয়ে যাবে। ছোট স্থানে এই কলেজ খুলতে পারো। তোমাদের শুধু পথ বলে দিতে হবে , অন্ধের লাঠি হাতে হবে। জাগাতে হবে। বাবা ও বর্সাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের সদগতি নিশ্চিত। আর কোনো খরচা ইত্যাদির কথা নেই। বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের বর্সা নিতে হবে। বোঝানো খুবই সহজ। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) ফার্স্ট ক্লাস জ্ঞানী আত্মাদের সঙ্গ করতে হবে। দেহী-অভিমানী হতে হবে। দেহ অভিমানীদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে ।

২) যজ্ঞের পালন খুব স্নেহের সাথে সত্য হৃদয় দিয়ে করতে হবে । খুব লাভলী ও মিষ্টি হতে হবে। সুপুত্র হয়ে দেখাতে হবে। কোনো রকম অবজ্ঞা করা চলবে না ।

বরদান :- পরমাত্ম প্রেমের আধারে দুঃখের দুনিয়াকে ভুলে যায় এমন সুখ শান্তি সম্পন্ন হও ।

ব্যাখা: পরমাত্ম প্রেম এমনই সুখদায়ক যে সেই প্রেমে যদি ডুব দাও তবে এই দুঃখের দুনিয়া ভুলে যাবে। এই জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সে সব কামনা পূরণ হওয়া -- এই হল পরমাত্ম প্রেমের চিহ্ন। বাবা সুখ-শান্তি কি দেন বরং তার ভান্ডার করে দেন। যেমন বাবা হলেন সুখের সাগর , নদী বা পুকুর নন তেমনি বাচ্চাদেরও সুখের ভান্ডারের মালিক করে দেন, তাই চাইবার দরকার নেই, শুধু প্রাপ্ত খাজানাটিকে বিধি অনুযায়ী সময় অসময়ে কাজে লাগাও।

শ্লোগান :-: নিজের সমস্ত দায়িত্বের ভার বাবাকে দিয়ে ডবল লাইট হও ।